দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

সিম্পোজিয়ামে বক্তারা

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাকে একই স্তরে আনা বড় চ্যালেঞ্জ

ঢাকায় আয়োজিত থাইল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর এক সিম্পোজিয়ামে বক্তারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাকে একই স্তরে আনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। গতকাল শনিবার গুলশানের একটি হোটেলে সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তৃতা করেন থাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ কাসামা ভরাবরণ, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সহ-সভাপতি ডঃ কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ইউনেস্কোর পরিচালক ড. মীনামা মেলেমইসি, বিআইডিএস-এর মহাপরিচালক ড. মুঈদাফা কে মুহেরী ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের উপদেষ্টা ড. মনজুর আহমেদ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিস এবং গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে প্রতিবেশী থেকে শেখা শিরোনামের দুইদিনব্যাপী এ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে।

ডঃ কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, দেশে ইংলিশ মিডিয়াম, মাদ্রাসা শিক্ষাসহ অনেক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এগুলোকে একই স্তরে নিয়ে আসা একটি বড় সমস্যা। তিনি বলেন, আমরা আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে শিক্ষানীতির খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করব। দেশে ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা রয়েছে। শিক্ষানীতিতে তা পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করা হবে।

ডঃ কাসামা ভরাবরণ তাঁর দেশের শিক্ষা উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, থাইল্যান্ডে গত দশ বছর ধরে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে। তাতে অনেক ভালো কিছু হয়েছে। কিন্তু জনগণ যে রকম চাচ্ছে সেরকম এখনও হয়নি।

সিম্পোজিয়ামে দেশ-বিদেশের শতাধিক শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য, পার্লামেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও গবেষক এবং উন্নয়ন সহযোগী কর্মকর্তারা অংশ নিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকার শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ভিশন ২০২১ ঘোষণা করেছে। শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য গঠন করা হয়েছে কমিটি। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য এ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়েছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি